তেলের পর অসাধুদের নজর চিনিতে

মাসের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ১৩.৭৭ শতাংশ *

বেসরকারি পর্যায়ে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো হচ্ছে -বিএইচএফআইসি

ভোজ্যতেলের পর ভোক্তার অতি প্রয়োজনীয় পণ্য চিনির ওপর অসাধু ব্যবসায়ীদের নজর পড়েছে। কারসাজি করে বাড়ানো হচ্ছে দাম।সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা বাজারে প্রতিকেজি খোলা চিনিতে ৮ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এছাড়া বাজারে নতুন করে সপ্তাহ ব্যবধানে পেঁয়াজ-মরিচ, আদা, ব্রয়লার মুরগিসহ ১১ পণ্যের দাম বেড়েছে। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) দ্রব্যমূল্যে নিয়ে বৃহস্পতিবারের পর্যালোচনা বলছে, সাত দিনে রাজধানীর খুচরা বাজারে প্রতিকেজি চিনির দাম ৩ দশমিক ২৯ শতাংশ বেড়েছে। মাসের ব্যবধানে বেড়েছে ১৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

এছাড়া গত বছর একই সময়ের তুলনায় প্রতিকেজি চিনির দাম বেড়েছে ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ। রাজধানীর খুচরাবাজার ঘুরে ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার প্রতিকেজি খোলা চিনি বিক্রি হয়েছে ৮০ টাকা, যা এক সপ্তাহ আগেও সর্বনিম্ন ৭২ টাকা ছিল। এছাড়া প্রতিকেজি প্যাকেটজাত চিনি ৮২ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা সাত দিন আগে ছিল ৭৮ টাকা। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন-বিএইচএফআইসি সূত্র জানায়, ব্যবসায়ীরা বিশ্ব বাজারে দাম বাড়ার অজুহাত দেখাচ্ছে। বিশ্ববাজারে কিছুটা দাম বেড়েছে। এর প্রভাব দেশের বাজারে পড়তে সময় লাগবে। বেসরকারি পর্যায়ে সিন্ডিকেট করে চিনির দাম বাড়ানো হয়েছে। এই সিন্ডিকেটই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

পাইকারি পর্যায়ে ভোগ্যপণ্য বিক্রেতাদের সংগঠন মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাওলা যুগান্তরকে বলেন, দেশে এখন চিনির কোনো ঘাটতি নেই। তবুও বাড়তি উৎপাদন খরচ ও বিশ্ববাজারে দাম বৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে হঠাৎ এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতিমণ চিনি ১৭০-১৮০ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছে মিলগুলো। এক সপ্তাহ আগে যে চিনি প্রতিমণ বিক্রি হয়েছে দুই হাজার ৫৪০ টাকা, তা দুই হাজার ৭২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এটা স্পষ্ট, মিল মালিকদের কারসাজিতে এমন হয়েছে।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান যুগান্তরকে বলেন, বাজারে সব ধরনের নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। এতে সব শ্রেণির ক্রেতা বিপাকে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি বিপাকে আছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। তিনি জানান, করোনাকালে আমরা যারা ভোক্তা, তাদের আয় কমেছে ব্যয় বাড়ছে। এতে সঞ্চয় যা ছিল তাও শেষের পথে। অনেকেই ধারদেনা করে চলছেন। এতে সব মিলে নাভিশ্বাস উঠছে। তাই নিত্যপণ্যের দাম কমাতে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি যে সব পণ্য আমদানি করে সরবরাহ ঠিক রাখতে হয়, সেগুলো আগে আমদানি করে দাম সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া কেউ যদি দাম নিয়ে কারসাজি করে তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) এএইচএম সফিকুজ্জামান বলেন, অনেক পণ্য আমদানিনির্ভর, তাই আমদানি মূল্যবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যাতে স্থানীয়ভাবে মূল্যবৃদ্ধি ও মজুত করা না হয় সে বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা স্বল্প আয়ের মানুষের কষ্ট লাঘবে আমরা টিসিবির অপারেশন গত বছরের তুলনায় আড়াইগুণ বাড়িয়েছি। টিসিবি আরও কয়েকটি পণ্য বিক্রি করছে।

আগামী মাস থেকে পেঁয়াজসহ আরও পণ্য বিক্রি শুরু হবে। আমরা সেখানেও আমদানি করছি। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে দেশের বাজারে আমদানি পণ্য বেচাকেনা হয়, সেজন্য মনিটরিং জোরদার করা হবে।

কেউ অন্যায়ভাবে বেশি দাম নিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিনির দামের বিষয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে চিনির খুচরা মূল্য ৮০ টাকা। সরকার ৭৫-৮০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। টিসিবিতে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সূত্র-যুগান্তর

হেফাজত আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী আর নেই

হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর ইন্তেকাল করেন তিনি।

বিষয়টি যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন হাটহাজারী মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরীর সিএসসিআর হাসপাতালে আল্লামা বাবুনগরী শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে চট্টগ্রামে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়।

বাবুনগরীর খাদেম মাওলানা জুনায়েদ জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে বাবুনগরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। পরে তড়িঘড়ি করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হন সঙ্গীরা।

৬৭ বছর বয়সি দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেমে দ্বীন দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, কিডনি ও ডায়াবেটিসসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

দ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে

দিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দ্রুত স্কুল খুলে দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সচিব সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এ নির্দেশনা দেন তিনি।

সভায় উপস্থিত এক সচিব বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলেছিলাম। সেসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় দ্রুত সময়ে স্কুলগুলোও খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। শিশুরা ঘরে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার জন্য সব পদক্ষেপ নিতে হবে। সবার জন্য টিকা নিশ্চিত করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিতে হবে।

সভায় সচিবদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেড়েছে। এখন দেশের জন্য আপনাদের দেওয়ার পালা। কোনভাবেই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

সরকারের পরিকল্পনাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান, সেগুলো মাথায় রেখে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন যেন যথাযথভাবে হয়।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পর্যায়ক্রমে এই বন্ধের মেয়াদ দফায় দফায় বাড়ানো হয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। যদিও এ বছর কয়েকবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার চেষ্টা করেও করোনা পরিস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হয়নি।

সরকার থেকে বলা হচ্ছে, করোনা প্রতিরোধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভ্যাকসিন দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে।

সূত্র-যুগান্তর

হোমিওপ্যাথিক ও ইউনানি চিকিৎসকরা ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না

হোমিওপ্যাথিক ও ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রিধারী কোনো ব্যক্তি নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রায়ে এসব বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন আদালত।

এ সংক্রান্ত জারি করা রুল খারিজ করে শনিবার (১৪ আগস্ট) বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ ৭১ পৃষ্ঠার এ রায় প্রকাশ করেছেন।

রায়ে বলা হয়েছে, দুঃখজনকভাবে এটি লক্ষ্যণীয় যে, এখানে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী বিএমডিসি এর নিবন্ধনভুক্ত মেডিকেল বা ডেন্টাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রিধারী ছাড়া অন্য কেউ তাদের নামের পূর্বে ডাক্তার (Dr.) পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না। সেখানে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বিগত ২০১৪ সালের ৯ মার্চ তারিখের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে ‘অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার’ (Alternative Medical Care) শীর্ষক অপারেশনাল প্লানের বিভিন্ন পদে কর্মরত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব নামের পূর্বে ডাক্তার (ডা.) পদবি সংযোজনের অনুমতি প্রদান করেছে, যা এক কথায় আইনের কর্তৃত্ব ব্যতিত তথা বেআইনি।

এছাড়াও বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক ইংরেজি ২০২০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন শাখায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদেরকে তাদের নামের পূর্বে পদবি হিসেবে ডাক্তার (Dr.) ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করাও বেআইনি।

এর আগে হোমিওপ্যাথিক ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রিধারীরা নামের পূর্বে ডাক্তার ব্যবহারের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ে করেছিলেন। রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রুল জারি করেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম ও অ্যাডভোকেট খোন্দকার নীলিমা ইয়াসমিন। অপরপক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার তানজীব উল আলম।

৩৪ ব্যক্তি গুম হওয়া নিয়ে জাতিসংঘকে জবাব দেবে বাংলাদেশ

দেশে ৩৪ জন ব্যক্তির গুমের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদকে জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

আজ শুক্রবার (১৩ আগস্ট) গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে জবাব দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘দুনিয়ার কম বেশি সব দেশেই গুম হয়। তবে তারা (জাতিসংঘ) ভারতকে কিছু বলে না। পাকিস্তানকে কিছু বলে না। আমরা তাদের বেশি পাত্তা দেই। তাই তারা আমাদের অনবরত হ্যামার করে।’ তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালে ১ হাজার ৩৪ জন গুম হয়েছে। কই তারা তো এটা নিয়ে কিছুই বলে না। তবে আমাদের কাছে তারা যেটা জানতে চেয়েছে আমরা জবাব দেব।’

সম্প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ থেকে বাংলাদেশে গুম হওয়া ৩৪ ব্যক্তির অবস্থান ও পরণতি কী হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলার অভিযোগ নারী পুলিশ কর্মকর্তার

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পুলিশ সুপার (এসপি) মোক্তার হোসেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা নেওয়ার আবেদন করেছেন এক নারী পুলিশ পরিদর্শক। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এ মামলার আবেদন করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক মোছা. কামরুন্নাহার বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। তবে মামলার বিষয়ে এখনো কোনো আদেশ দেননি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাদীর আইনজীবী সালাহ উদ্দিন খান। তিনি বলেন, মামলার আবেদন করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো আদেশ দেননি আদালত।

মামলায় ওই নারী পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন, দুই বছর আগে তিনি সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তখন সুদানে কর্মরত ছিলেন এসপি মোক্তার। ২০১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর এসপি মোক্তার হোসেন তাকে ধর্ষণ করেন।

পরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সুদান ও বাংলাদেশে তাকে আরও কয়েকবার ধর্ষণ করেন মোক্তার হোসেন। মামলায় বাংলাদেশের কয়েকটি হোটেলের নামও উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া সুদানের খাতুর্মের একটি হোটেলে ধর্ষণ করা হয়েছে বলেও আবেদনে বলা হয়।

সূএ যুগান্তর

কাঠগড়ায় যেমন ছিলেন নায়িকা পরীমনি

দ্বিতীয় দফায় রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে ঢালিউড নায়িকা পরীমনির। মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দেবব্রত বিশ্বাসের আদালত এ আদেশ দেন।

আগের দফায় আদালতে হাজির করা হলে কাঠগড়ায় পুরোটা সময় পরীমনি ছিলেন নিশ্চুপ। মঙ্গলবার আদালতে আনার সময়, কাঠগড়ায় ও বের করার সময় নানামুখী আচরণ করেন নায়িকা।

এদিন দুপুর ১ টা ৫২ মিনিটে কড়া পুলিশি পাহারায় পরীমনিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরীমনিকে আদালতে হাজির করার পরে তার আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত সুরভী তার সঙ্গে মামলার বিষয়ে কথা বলতে যান।

এ সময় সিআইডির নারী পুলিশ সদস্যরা পরীমনির সঙ্গে কথা বলা যাবে না জানিয়ে আইনজীবীদের জানান এবং পরীমনিকে ঘিরে রাখেন। এরপরে বিচারক আদালতে উঠলে পরীমনি মাথায় দুই হাত দিয়ে কাঠগড়ার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

এরপরে অন্য আসামিদের রিমান্ড শুনানি হলে পরীমনি কাঠগড়ায় একপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় প্রচণ্ড গরম লাগলে তিনি তার হাত দিয়ে নিজের শরীরে বাতাস করেন এবং আদালতের এজলাসের ছাদের দিকে তাকিয়ে তাকেন। তখন তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

পরীমনি আইনজীবীরা দাবি করেন, পরীমনিকে এক কাপড়ে রাখা হয়েছে। এমন অভিযোগও উঠেছে যে, নায়িকার ওপর মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।

এদিন আদালতে কাঁদতেও দেখা গেছে ঢাকাই সিনেমার এই নায়িকাকে। পরে পরীমনিকে আদালত থেকে বের করার সময় তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে বলতে থাকেন, ‘সাংবাদিক ভাইয়েরা, আপনারা তদন্ত করেন, আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। আপনারা সাংবাদিক কী করছেন। এরপর দ্রুত গতিতে পরীমনিকে সিএমএম আদালতের হাজতখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

দুপুর সোয়া ১২টার দিকে চিত্রনায়িকা পরীমনিসহ সবাইকে আদালতে হাজির করে হাজতখানায় রাখা হয়।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো.

আব্দুল্লাহ আবু আসামিদের রিমান্ড চেয়ে শুনানি করেন।

অপরদিকে আসামিপক্ষে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করা হয়।

আসমিপক্ষের আইনজীবীরা বলেন, বিশ্বের ১০০ জন নায়িকার তালিকার মধ্যে পরীমনির নাম রয়েছে। সে সামথিং। ১২২ ঘণ্টা তিনি এক ড্রেসে রয়েছেন। তিনি তো একজন নায়িকা। তার তো একটা লাইফস্টাইল আছে। যখন আসামিপক্ষের আইনজীবী এ কথা বলছিলেন, ঠিক তখনই পরীমনি আদালতে ডকে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। বেশ কয়েকবার তাকে চোখ মুছতে দেখা যায়।

জবাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, পরীমনিকে এক ড্রেসে রাখা হয়নি। তিনি রিমান্ডে গিয়েও ড্রেস পরিবর্তন করেছেন। এখানে আসার সময় তিনি আবারও আগের ড্রেসটিই পরেছেন। এটাও তার একটা রাজনীতি।

পরীমনির আইনজীবীরা আরও বলেন, পরীমনি অসুস্থ এবং তিনি একজন মেয়ে মানুষ। তার বাসা থেকে কোনো মাদক উদ্ধার হয়নি। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামিদের জামিন আবেদন নাকচ করে প্রত্যেকের দুদিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন।

এরপর পরীমনির আইনজীবীরা আদালতকে বলেন, পরীমনির একমাত্র অভিভাবক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আপনি (আদালত) অনুমতি দিলে তিনি দেখা করতে পারেন। তবে আদালত দেখা করার অনুমতি দেননি। এদিন পরীমনির বৃদ্ধ নানা শামসুল হক লাঠিভর দিয়ে আদালতে আসেন। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন।

এর আগে গত ৫ আগস্ট প্রথম দফায় ভিন্ন ভিন্ন মামলায় আসামিদের প্রত্যেকের চার দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। গত ৪ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায়, পাঁচ বছর ধরে মাদকাসক্ত রহস্যময়ী চিত্রনায়িকা পরীমনি। তিনি ভয়ংকর মাদক এলএসডি এবং আইস সেবন করতেন। পরীমনির বাসায় মিনি বার ছিল। সেখানে প্রায়ই বসত ডিজে পার্টি-রঙ্গমঞ্চ। পরীমনির বাসায় মাদক সরবরাহ করতেন চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অভিনেতা নজরুল ইসলাম রাজ। তিনি রাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার। এর আড়ালে তিনি অনৈতিক কাজ করে বিপুল অঙ্কের অর্থের মালিক হয়েছেন। রাজের মাধ্যমেই ২০১৪ সালে চিত্রজগতে আসেন পরীমনি। রাজের নেতৃত্বে একটা সিন্ডিকেট ছিল। যাদের কাজই হলো উঠতি বয়সি তরুণীদের দিয়ে নানা অপকর্ম করানো। সিন্ডিকেটটি বিদেশেও প্লেজার ট্রিপের আয়োজন করত।

গত ৩ আগস্ট রাতে রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে শরিফুল হাসান ওরফে মিশু হাসান এবং তার সহযোগী মো. মাসুদুল ইসলাম ওরফে জিসানকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গুলশান, বারিধারা ও বনানীসহ ডিজে পার্টি আয়োজনের বেশ কয়েকটি স্থানের তথ্য দেয়। এ তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েদা শাখা ও র্যাব-১ এর অভিযানিক দল বনানী এলাকায় পরদিন বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পরীমনি, নজরুল ইসলাম রাজ, আশরাফুল ইসলাম দীপু ও সবুজ আলীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর

লকডাউন শিথিল, চলবে গণপরিবহণ খোলা থাকবে শপিংমল ও দোকানপাট

চলমান কঠোর লকডাউন শিথিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

১৫ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন শিথিল করে শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

কুরবানি ঈদের মানুষের চলাচল ও পশুরহাটে কেনাবেচার বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে গণপরিবহণ। খোলা থাকবে শপিংমল ও দোকানপাট।

তবে বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। আর সরকারি অফিসের কার্যক্রম ভার্চুয়ালি চলবে।

করোনার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় গত ১ জুলাই থেকে এক সপ্তাহের কঠোর লকডাউন আরোপ করে সরকার। পরে সময়সীমা বাড়িয়ে ১৪ জুলাই পর্যন্ত করা হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিস্ফোরক বক্তব্য

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক তার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে উঠা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।উল্টো তিনি প্রশ্ন তুলে স্বাস্থ্য কোথায় দুর্নীতি হয়েছে- তা দেখাতে বলেছেন।তিনি অন্য খাতে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি ও বিদেশে পাচার হয়েছে বলেও বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তবে সুনির্দিষ্টভাবে সেই খাতগুলোর নাম উল্লেখ করেননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে কোন জায়গায় হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে বা দুর্নীতি হয়েছে এরকম কোনো তথ্য কেউ দেখাতে পারবে? এ রকম কোনো তথ্য কেউ দেখাতে পারবে? কেউ এমন তথ্য দিতে পারবে না বরং অন্য অনেক খাতের কোটি টাকা কানাডায় চলে গেছে।

শনিবার দুপুরে করোনাযুদ্ধে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. মাহমুদ মনোয়ারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে এক শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

গত ৮ জুন এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে করোনা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনে ঘাটতি থাকার কথা উল্লেখ করে টিআইবি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। একইসঙ্গে করোনা মোকাবিলায় আগামী দিনের জন্য ১৯টি সুপারিশ তুলে ধরে সংস্থাটি। ওই প্রতিবেদনে করোনা প্রতিরোধের কার্যক্রমে রোগ শনাক্তকরণ, চিকিৎসা, লকডাউন, টিকা ক্রয় ও বিতরণে স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় ছিল না বলে উল্লেখ করে সংস্থাটি।

টিআইবির এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, টিআইবি ঘরে বসে একটি সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

আমরা করোনা শনাক্ত করতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এমন মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়েছে। অথচ করোনা শনাক্তে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে কোনো দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি। টিআইবি এমন মিথ্যা রিপোর্ট প্রকাশ খুবই দুঃখজনক।

করোনা প্রতিরোধে বিশ্বের সব দেশ বা সংস্থা প্রশংসা করেছে বাংলাদেশের। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে বলেও জাহিদ মালেক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, তারা (টিআইবি) বলছে- রোগীদের জন্য আমরা কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করিনি। অথচ সারা দেশে ১৫ হাজার বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধুমাত্র করোনা চিকিৎসার জন্য। যে কারণে ভারতের মতো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এখনো অনেক দেশ যথাযথভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো লকডাউন চলমান।

টিকা ক্রয়ের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, টিকা ক্রয়ে সততা ছিল না বলে দাবি করছে টিআইবি। কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে স্পষ্ট চুক্তির মাধ্যমে টিকা ক্রয় করেছি। টিকার জন্য তাদের কত টাকা দিতে হবে সব বিস্তারিত ছিল।

আইসিইউ নিয়ে তিনি বলেন, করোনার মধ্যে আইসিইউ বাড়াতে পারিনি বলে টিআইবি যে দাবি করছে এটা সঠিক নয়। গত বছর যেখানে তিন থেকে চারশ’ আইসিইউ ছিল, সেখানে এখন ১ হাজারের বেশি আইসিইউর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, টিআইবির রিপোর্টটি শুধুমাত্র জনগণের কাছে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। করোনার জন্য যে সরঞ্জাম কেনা হয়েছে, তার ব্যবহার করা হয়নি। অথচ আমরা সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে সরঞ্জাম পৌঁছে দিয়েছি। এমন মিথ্যাচার আমরা গ্রহণ করি না।

জাহিদ মালেক তার বক্তব্যে দুর্নীতিতে জড়িত কয়েকজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাইভার থেকে শুরু করে যারা অন্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকি ভুয়া রিপোর্টের দেওয়ায় সাবরিনা ও সাহেদদের গ্রেফতার করে আদালতে দেওয়া হয়েছে। সনদ দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ আর তথ্য চুরি এক জিনিস নয়: হাছান মাহমুদ

দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ আর তথ্য চুরি এক জিনিস নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

বুধবার (৯ জুন) দুপুরে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ‘ছবির ভাষায় মহনায়ক বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

এ সময় সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সংগ্রহ আর চুরির মধ্যে পার্থক্যটা ভুলে গিয়ে এটিকে গুলিয়ে ফেলেছি অনেকে। দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যেকোনো মন্ত্রণালয় বা যে কোন অফিসের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে কোনো সাংবাদিক বা যে কেউ আবেদন করতে পারে। যেকোনো নাগরিকই আবেদন করতে পারেন। সেটি যদি তিনি সেই পদ্ধতিতে না পান তাহলে তথ্য কমিশন আছে। এই তথ্য কমিশন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাই করেছেন। এই তথ্য কমিশনের মাধ্যমে আবেদন করা যায়।

তিনি বলেন, তথ্য কমিশনে আবেদন করলে তথ্য কমিশন সেই তথ্যটা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তত থাকে, সেই ক্ষেত্রে তথ্য দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যদি কোনো গাফিলতি হয় সেক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অনেক সময় জরিমানাসহ নানা ধরনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সম্প্রতি সাংবাদিক রোজিনা ইস্যুতে টিআইবি একটি বক্তব্য দিয়েছে সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ড. হাছান মাহমুদ এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এখন যেকোন মানুষ তথ্য পাচ্ছে, কিন্তু আমি কোন একটা অফিসে গিয়ে আমি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আমি এই পদে

থাকাকালীনও কোন একটা অফিসে গিয়ে যদি তাদের অগোচরে বা তাদের বিনা অনুমতিতে তাদের কোন গোপনীয় তথ্য আমি নিই তাহলে নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। সে ক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে সেই অফিসের কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আর সেই তথ্য যদি কোন রাষ্ট্রীয় গোপন নথি হয় তাহলে অপরাধটা আরো বড়।